দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 02 APR 1997
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

৩।

ত্রুটিপূর্ণ গ্রেডেশন তালিকা

সরকারী মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ে বহু শিক্ষক পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত

মোঃ আবদুর রহিম ।। ত্রুটিপূর্ণ গ্রেডেশন তালিকা অনুযায়ী সরকারী মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের পদোন্নতির প্রস্তাব করার কারণে বহু শিক্ষক পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন এবং পদোন্নতি প্রদানে অনিয়ম ও দুর্নীতি সংঘটিত হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। সম্প্রতি গ্রেডেশন তালিকায় অনিয়ম ধরা পড়ায় সরকারী কর্মকমিশন ইতিপূর্বের পদোন্নতির প্রস্তাব কার্যকর সমীচীন হবে না বলে মত

১১-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

শিক্ষক পদোন্নতি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রকাশ করেছে।

সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পদোন্নতি দূর করতে গ্রেডেশন তালিকার ভুল সংশোধন করে চূড়ান্ত করা হয়েছে। পূর্বের গ্রেডেশন তালিকা ত্রুটিপূর্ণ থাকায় সরকারী কর্মকমিশন ইতিপূর্বের পদোন্নতির প্রস্তাব সঠিক ছিল না বলে উল্লেখ করে উক্ত প্রস্তাব কার্যকর করা সমীচীন হবে না বলেও এক পত্র মারফত শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছে।

সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক সিনিয়র শিক্ষক পদে পদোন্নতির বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একশ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ দীর্ঘদিনের। পদোন্নতি প্রাপ্তিতে বহু শিক্ষক বঞ্চিত হওয়ারও অভিযোগ রয়েছে। সরকারী মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি উক্ত অভিযোগে আন্দোলনও করেছে।

সরকারী মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির দাবীর প্রেক্ষিতে ইতোপূর্বের গ্রেডেশন পর্যালোচনার পর উক্ত তালিকা ত্রুটিপূর্ণ ছিল বলে প্রমাণিত হয়েছে। উল্লেখ্য, উক্ত ত্রুটিপূর্ণ গ্রেডেশন তালিকা সংশোধন করে নতুন এবং চূড়ান্ত গ্রেডেশন তালিকা প্রণীত হওয়ায় পদোন্নতির জন্য নতুন প্রস্তাব দেয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। শিক্ষা সচিব নতুন প্রস্তাব অনুযায়ী পদোন্নতি দেয়ার ক্ষেত্রে উদ্যোগী হয়েছেন বলে জানা গেছে।

এমতাবস্থায় পদোন্নতির প্রশ্নে নতুন এবং চূড়ান্ত গ্রেডেশন তালিকা অনুসরণ করলে পূর্বের প্রস্তাব বাতিল হয়ে যাবে। ফলশ্রুতিতে পূর্বে যারা অনিয়মিতভাবে প্রমোশন পেয়েছেন বা নিয়েছেন ভবিষ্যতে পুনরায় প্রমোশন পেতে তাদেরকে বঞ্চিত শিক্ষকদের প্রাপ্য প্রমোশন না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে বলে সূত্র উল্লেখ করেছে।